দৈনিক সংবাদ

37

তারিখ NOV. 1 9 1999 ... ...
পৃষ্ঠা .... কলাম ... ...

শনিবার ময়মনসিংহের ২০টি থানা নিরক্ষরমুক্ত হচ্ছে

॥ জিল্লুর রহমান খান ॥

ময়মনসিংহ জেলার ৪টি থানার ৩ লাখ ১৬ হাজার ৪শ' ৫৩ জন নারী-পুরুষ ২০শে নভেম্বর নিরক্ষরমুক্ত হচ্ছেন।

জনসংখ্যার আধিক্য, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, ব্যাপক নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা ও বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব সমাজের সমস্যা। এই সমস্যার নিত্য সঙ্গী দারিদ্র্য। সাক্ষরতার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'জাগ্রত ময়মনসিংহ' নামে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আত্মসচেতন করে তোলা। নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাশাপাশি লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, দেশীয় প্রযুক্তি ও শ্রম কাজে লাগিয়ে আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছা থানায় প্রাথমিক পর্যায়ে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ৬ মাস মেয়াদি কোর্স শুরু করা হয়। ১৯ ও ২০শে নভেম্বর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে তার মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে।

এই ৪টি থানার প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অফিস, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বৈঠকখানা, ক্লাবঘর ইত্যাদি স্থানে ১০ হাজার ৪শ' ৫৯টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। প্রতিদিন বিকেলে ১১-৪৫ বছরের নিরক্ষর মহিলা এবং সন্ধ্যার পর পুরুষদের লেখাপড়া শেখানো হয়। এলাকার শিক্ষিত বেকার ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। ভালুকা থানার ৩১ হাজার ৬শ' ৫০ জন পুরুষ ও ৩১ হাজার ৬শ' ৫৮ জন মহিলা, ত্রিশাল থানার ৩৯ হাজার ৬শ' ৬০ জন পুরুষ ও ৩৮ হাজার ৭০ জন মহিলা, ফুলবাড়িয়া থানার ৪৭ হাজার ৮শ' ৩৬ জন পুরুষ ও ৫০ হাজার ৬শ' ৭ জন মহিলা ও মুক্তাগাছা থানার ৩৮ হাজার ১শ' ২৯ জন পুরুষ ও ৩৮ হাজার ৭শ' ৯০ জন মহিলা সর্বমোট ৩ লাখ ১৬ হাজার ৪শ' ৫৩ জন নারী-পুরুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হচ্ছেন।

'জাগ্রত ময়মনসিংহ' কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম এই প্রতিবেদককে জানান, 'জাগ্রত ময়মনসিংহ' একটি সামাজিক আন্দোলন। এই সামাজিক আন্দোলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, সাংসদবৃন্দসহ সরকারি জনবলের সাথে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মীসহ সকল পেশাজীবী যুক্ত হয়ে কর্মসূচির প্রথম পর্যায় বাস্তবায়ন করেছেন। পর্যায়ক্রমে বাকি ৮টি থানার কার্যক্রমে তারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করে জেলাকে সমৃদ্ধ করবেন। 'জাগ্রত ময়মনসিংহ'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম গফরগাঁও, সদর, গৌরীপুর ও ফুলপুর থানায় আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করা হবে।

ময়মনসিংহ ঃ 'জাগ্রত ময়মনসিংহ'-এর উপরে মহিলা ও নিচে পুরুষ শিক্ষার্থীদের গণশিক্ষাকেন্দ্র

—সংবাদ